জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউট আইন, ২০২০(খসড়া)

খসড়াটি যে পর্যায়ে আছে: খসড়াটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা নিরীক্ষা কমিটি বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে। খসড়া পুর্নগঠন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী পুর্নগঠনের কাজ চলমান আছে।

আইন অধিশাখা
শিল্প মন্ত্রণালয়

বিল নং....., ২০২০

মেধাসম্পদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও কতিপয় অন্যান্য পেশাজীবীর প্রচলিত আইন, বিধিবিধান, কনভেনশন, প্রটোকল, ট্রিটি ইত্যাদি বিষয়ে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউট স্থাপনকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সৃজনশীল উদ্ভাবন দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতেছে; এবং যেহেতু এসকল সৃজনশীল উদ্ভাবনসংক্রান্ত মেধাস্বত্ব সংরক্ষণে বিধিবিধান, প্রয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে; যেহেতু মেধাসম্পদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও কতিপয় অন্যান্য পেশাজীবীর প্রচলিত আইন, বিধিবিধান কনভেনশন, প্রটোকল, ট্রিটি ইত্যাদি বিষয়ে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; এবং যেহেতু উক্তরূপ প্রশিক্ষণের আয়োজন ও পরিচালনার জন্য জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন 'জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউট আইন, ২০২০' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞার্থ**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) 'চেয়ারম্যান' অর্থ পর্ষদ চেয়ারম্যান;

(খ) 'ইনস্টিটিউট' অর্থ এই আইনের ধারা ৩-এর অধীন স্থাপিত জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউট;

(গ) 'তহবিল' অর্থ জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউট-এর কার্যে ব্যবহৃত তহবিল;

(ঘ) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঙ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(চ) 'পর্ষদ' অর্থ জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউট পরিচালনা পর্ষদ;

(ছ) 'মহাপরিচালক' অর্থ জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালক;

(জ) 'মেধাসম্পদ (Intellectual Property)' অর্থ মানুষের ভাবনাজাত যে কোনো সৃষ্টি, যে কোনো ক্ষেত্র, যে কোনো উদ্ভাবন, সাহিত্য, শিল্প, ব্যবসায় ব্যবহৃত প্রতীক, নাম, নকশা, ইমেজ বা ছবি প্রভৃতি যার উপর উদ্ভাবক বা উৎপাদনকারী বা স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ মালিকের একচ্ছত্র বা একচেটিয়া আইনগত অধিকার সুরক্ষা বা স্বত্ব বহাল থাকে এইরূপ অধিকার; এবং

(ঝ) 'সদস্য' অর্থ পর্ষদ সদস্য।

৩। **ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউট নামে একটি ইনস্টিটিউট থাকিবে।

(২) জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউট একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব (আইন)

করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং অন্যের নামে ইহা মামলা করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।**—এই আইন ও বিধির বিধানসাপেক্ষে জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউট-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(ক) মেধাসম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থাসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশীজনের মেধাসম্পদ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(খ) মেধাসম্পদ অফিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মেধাসম্পদ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(গ) মেধাসম্পদ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন ও পরিচালনা করা;

(ঘ) মেধাসম্পদ সংশিষ্ট প্রশিক্ষণের বিষয় ও পাঠ্যক্রম নির্ধারণ;

(ঙ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী ইত্যাদি প্রদান;

(চ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে মেধাসম্পদ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

(ছ) মেধাসম্পদ বিষয়ক পুস্তক, সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ;

(জ) প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং উক্তরূপ গবেষণালব্ধ তথ্যাদি প্রকাশকরণ;

(ঝ) পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতি সাপেক্ষে উপযুক্ত বিদেশী নাগরিকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঞ) মেধাসম্পদ সংক্রান্ত অন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;

(ট) মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ; এবং

(ঠ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন।

৫। **পরিচালনা ও প্রশাসন।**—(১) ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব একটি পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, পর্ষদও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) পর্ষদ উহার দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইন, বিধি, প্রবিধান ও সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত নির্দেশ অনুসরণ করিবে।

৬। **পরিচালনা পর্ষদ গঠন।**—পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:

(ক) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(গ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগ এর যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব (আইন)

(ঙ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(চ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(ছ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(জ) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগ এর যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগ এর যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(ট) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগ এর যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) রেজিস্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর;

(ঢ) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস;

(ণ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(প) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ফ) সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই);

(ব) মেধাসম্পদ নিয়ে কাজ করেন এমন ৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞ যাহারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবেন; এবং

(ভ) মহাপরিচালক, জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউট, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

৭। **পরিচালনা পর্ষদের সভা**।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, পরিচালনা পর্ষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা পর্ষদের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান পরিচালনা পর্ষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সভাপতিসহ অন্যূন পরিচালনা পর্ষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) পরিচালনা পর্ষদের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় অথবা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৬) প্রত্যেক ইংরেজি পঞ্জিকা বৎসরে পরিচালনা পর্ষদের অন্যূন দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

ড. এ, এস, এম আমীর হোসেন
উপসচিব (আইন)

(৭) কোনো সদস্য পদে কেবল শূন্যতা অথবা পরিচালনা পর্ষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিচালনা পর্ষদের কার্য অথবা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৮। **মহাপরিচালক**।—(১) জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউটের ১ (এক) জন মহাপরিচালক থাকিবে।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তিনি সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব হইবেন।

(৩) মহাপরিচালক-এর পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তিনি তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্যপদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা মহাপরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৪) মহাপরিচালক জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউটের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি—

(ক) পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউটের প্রশাসন পরিচালনা করিবেন; এবং

(গ) পর্ষদের নির্দেশ এবং পর্ষদ প্রদত্ত ক্ষমতা মোতাবেক জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউট এর অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

৯। **কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি**।—(১) ইনস্টিটিউট উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো-অনুযায়ী এবং সময়ে সময়ে, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ ও বিশেষ নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে; এবং

(২) ইনস্টিটিউটের কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। **তহবিল**।—(১) 'জাতীয় মেধাসম্পদ ইনস্টিটিউট তহবিল' নামে ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উক্ত তহবিলে নিম্নরূপ অর্থ জমা হইবে, যথা:

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ;

(ঘ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক অর্জিত অর্থ;

(ঙ) দেশি বা বিদেশি সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান; এবং

(চ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোনো তপশিলি ব্যাংকে তহবিলের অর্থ জমা রাখা হইবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

(৩) ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় ব্যয় সম্পাদন এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এই তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব (আইন)

১১। **ক্ষমতা অর্পণ**।—পর্ষদ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীনে ইহার কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব লিখিত আদেশ দ্বারা ইহার চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো সদস্য বা মহাপরিচালক বা ইনস্টিটিউটের অন্য কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১২। **বাৎসরিক বাজেট বিবরণী**।—ইনস্টিটিউট প্রতি অর্থবৎসর আরম্ভের অন্যূন ৩ (তিন) মাস পূর্বে পরবর্তী অর্থবৎসরের বাৎসরিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থবৎসরে সরকারের নিকট হইতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৩। **হিসাব ও নিরীক্ষা**।— (১) ইনস্টিটিউট যথাযথভাবে উহার যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব ও স্থিতিপত্রসহ বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং এইরূপ হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশনা পালন করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসার-নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর ইনস্টিটিউটের হিসার নিরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি সরকার ও ইনস্টিটিউটের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোনো আপত্তি উথাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) উল্লিখিত নিরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O 2 of 1973) এর Article 2 (1) (B) এ সংজ্ঞায়িত কোনো "Chartered Accountant" দ্বারা ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট এক বা একাধিক "Chartered Accountant" নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগকৃত "Chartered Accountant" সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত হারে পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) কেন্দ্রের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্য মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগকৃত Chartered Accountant ইনস্টিটিউটের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য বা ইনস্টিটিউটের যে কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৪। **চুক্তি**।—ইনস্টিটিউট উহার কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিদেশি সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১৫। **প্রতিবেদন**।— (১) প্রতি অর্থবৎসর শেষ হইবার পর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইনস্টিটিউট উক্ত বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণসংবলিত একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

উ. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব (আইন)

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে যে-কোনো সময় উহার কার্যাবলির উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং ইনস্টিটিউট উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—পর্ষদ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোনো বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব (আইন)